সমকাল

তারিখ ৬/২/১৪
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসছে প্রকৃত ছাত্ররা!

■ সোহেল মামুন/মাসুম বিল্লাহ

বদলাতে যাচ্ছে ছাত্রদলের চেহারা। আর বুড়ো-বিবাহিত নয়, নেতৃত্ব দেবেন প্রকৃত ছাত্ররা। যারা নিয়মিত ক্লাস করেন, ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত, তাদের দিয়ে ছাত্রদল পরিচালিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। অনেকের কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হলেও সম্প্রতি এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বয়ং বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

ছাত্রদলের নেতৃত্বে আসছে প্রকৃত ছাত্ররা!

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রদলের 'বাঘা' নেতাদের বাদ দিয়ে ছাত্রত্ব রয়েছে এমন কর্মীদের ডেকে কথা বলেছেন তিনি। খালেদা জিয়া তাদের জানিয়েছেন, যাদের পরিচয়পত্র নেই, ক্যাম্পাসে তাদের মনোবল দুর্বল থাকে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখায় প্রকৃত ছাত্ররা থাকবে। ছাত্ররাজনীতির অঙ্গনে ছাত্রলীগসহ সব ছাত্র সংগঠনের কমিটিতে ছাত্ররাই নেতৃত্ব দেন। ব্যতিক্রম শুধু ছাত্রদল।

রোববার রাতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তার গুলশানের কার্যালয়ে ছাত্রদল নেতাদের ডেকেছিলেন। প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্ৎসনা করেন। নেতৃত্বের দুর্বল দিকগুলো তাদের ধরিয়ে দেন। শীর্ষ নেতাদের বাইরে পাঠিয়ে বাইরে থাকা নেতাকর্মীদের ভেতরে যেতে বলেন। কেন্দ্রীয় ও ঢাবি কমিটির অন্য নেতারা বাইরে অপেক্ষমাণ ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন একেবারেই জুনিয়র কর্মীরাও। বাইরে অপেক্ষমাণ ৮-৯শ' নেতাকর্মী ভেতরে গেলে খালেদা জিয়া তাদের কাছে জানতে চাইলেন- 'কাদের সঙ্গে ছাত্রত্বের পরিচয়পত্র নেই তারা হাত তোলো।' এ সময় সব নেতা হাত তোলেন। সঙ্গে বয়স্ক কর্মীরাও। তাদের বাইরে চলে যেতে বলেন তিনি। এরপর তিনি যাদের পরিচয়পত্র রয়েছে তাদের হাত ওপরে তুলে দেখাতে বলেন। তখন তিনশ' থেকে সাড়ে তিনশ' কর্মী পরিচয়পত্র উঁচিয়ে ধরেন। তাদের কারও কোনো পদ নেই ছাত্রদলে। তাদের সঙ্গে সোয়া এক ঘণ্টা মতবিনিময় করেন খালেদা জিয়া। জুনিয়র ৩০-৩২ জন কর্মী তাদের চিন্তা-ভাবনা ও নেতৃত্বের বিভিন্ন বিষয় বিএনপি চেয়ারপারসনের কাছে তুলে ধরেন। তারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বলার সুযোগ পান। অতীতে এমন সুযোগ কখনোই কর্মীরা পাননি।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খালেদা জিয়া জানতে চান- তোমরা রাজনীতি করো; কিন্তু মধুর ক্যান্টিনে যাও না কেন। উত্তরে এক কর্মী বলেন, মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগসহ অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা বসেন। কিন্তু ছাত্রদলের কোনো নেতা মধুর ক্যান্টিনে যান না। কারণ তাদের ছাত্রত্ব নেই। ফলে নেতারা ভয় পান। আর তারা মধুর ক্যান্টিনে গেলেও সেটা ছাত্রদলের প্রতিনিধিত্ব হবে না। কারণ তাদের পদ নেই। এই অর্থে তারা সাধারণ ছাত্র। খালেদা জিয়া জানতে চান- হলে অবস্থান না করার কারণ কী। উত্তরে একাধিক কর্মী মত তুলে ধরেন। এক কর্মী বলেন, ছাত্রদল কর্মী পরিচয় দিয়ে হলে থাকতে পারছেন না তারা। কারণ ছাত্রলীগ এ ক্ষেত্রে বাধা দেয়। তাদের শিবিরকর্মী বলে আখ্যা দিয়ে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। যদি কমিটিতে তাদের পদ থাকত তা হলে পুলিশে সোপর্দ করলেও শিবিরকর্মী বলতে পারত না। ছাত্রদল নেতা হলে মামলা ছাড়া পুলিশও আটকে রাখতে পারবে না। এ জন্য প্রকৃত ছাত্রদের কমিটিতে রাখলে সংগঠন ভালো চলবে।

খালেদা জিয়া ছাত্রত্বের বিষয়ে জানতে চাইলে এক কর্মী বলেন, সর্বোচ্চ ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের বাইরে কেউ ছাত্র থাকার কথা নয়। আবার অনেকে সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েও নিজেদের ছাত্র দাবি করেন। খালেদা জিয়া বলেন, সান্ধ্যকালীন কোর্সের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ছাত্র গণ্য হবে না।

খালেদা জিয়া জুনিয়র কর্মীদের জানান, 'অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ছাত্ররাই থাকবে। একজন অছাত্রও যেন সেখানে স্থান না পায় সেটি নিশ্চিত করা হবে। ছাত্রদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব পাবে তাদের যে কোনো মূল্যে ক্যাম্পাসে থাকার শপথ করান তিনি।

বৈঠকের আলোচনার বিষয়টি জানাজানি হলে সংগঠনের পদস্থ নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের একজন বলেন, 'অনেকেই টাকা দিয়ে পদ কিনেছে। অনেকে অনেক বছর মাঠে থেকে পদ পেয়েছে। এখন যদি তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে মাত্র কয়েক বছর ধরে যারা রাজনীতি করে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে তা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে।'

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক নাসির সমকালকে বলেন, নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের উদ্যোগের বিষয়টি সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, বয়সে তাদের সঙ্গে ছাত্রদল নেতাদের ১০-১৫ বছরের পার্থক্য রয়েছে। তারা কেউ ছাত্রও নয়। যদি ছাত্রদের হাতে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তবে স্বাগত জানাব।